মেহেরপুর বাজারে কমেছে অধিকাংশ সবজির দাম

মেহেরপুরের বাজারে শীতকালীন সবজির সরবরাহ বাড়তে শুরু করেছে। এর প্রভাবে সপ্তাহের ব্যবধানে কমেছে প্রায় সব ধরনের সবজির দাম। কেজিপ্রতি ২০ থেকে ৩০ টাকা পর্যন্ত দাম কমায় কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে ক্রেতাদের মধ্যে। পাশাপাশি বাজারে মাছের সরবরাহও ভালো রয়েছে। গত সপ্তাহের তুলনায় কিছু মাছের দামও কমেছে। তবে পণ্যের দাম কমলেও আশানুরূপ বেচাকেনা না হওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেছেন খুচরা ব্যবসায়ীরা।

গতকাল শনিবার সকালে মেহেরপুরের বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা যায়, শীতকালীন সবজির সরবরাহ বাড়ায় বাজারে লাউ, শিম, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মুলাসহ বিভিন্ন ধরনের সবজি পর্যাপ্ত পাওয়া যাচ্ছে। সরবরাহ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমেছে অধিকাংশ সবজির দাম। অন্যদিকে মাছের বাজারেও বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পর্যাপ্ত সরবরাহ দেখা গেছে।

বাজারে বর্তমানে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৫০ টাকা, রসুন ৮৫ টাকা, টমেটো ১৪০ টাকা, কাঁচামরিচ ৪০ টাকা, বেগুন ৫০ টাকা, শসা ৬০ টাকা, আদা ২০০ টাকা, আলু ২৫ টাকা, কচু ৪০ টাকা, কলা ৩৫ টাকা, লাউ ২৫ টাকা, পেঁপে ২০ টাকা, বরবটি ৪৫ টাকা, গাজর ১৫০ টাকা, ওল ৬০ টাকা, লালশাক ৩০ টাকা, পটল ৩৫ টাকা, ঢ্যাঁড়স ৩০ টাকা, মিষ্টিকুমড়া ৩৫ টাকা, ঝিঙে ৩৫ টাকা, উচ্ছে ৮০ টাকা, পুঁইশাক ২০ টাকা, শিম ৪৫ টাকা, ফুলকপি ২৫ টাকা এবং মুলা ৩৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

অন্যদিকে পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৩৮ টাকা, রসুন ৭০ টাকা, টমেটো ১২০ টাকা, কাঁচামরিচ ২৫ টাকা, বেগুন ৪০ টাকা, শসা ৪৫ টাকা, আদা ১৭০ টাকা, আলু ১৭ টাকা, কচু ৩০ টাকা, কলা ২৫ টাকা, লাউ ১৫ টাকা, পেঁপে ১০ টাকা, বরবটি ২৫ টাকা, গাজর ১৩০ টাকা, ওল ৪০ টাকা, লালশাক ২০ টাকা, পটল ২০ টাকা, ঢ্যাঁড়স ২০ টাকা, মিষ্টিকুমড়া ২৫ টাকা, ঝিঙে ২৫ টাকা, উচ্ছে ৭০ টাকা, পুঁইশাক ১০ টাকা, শিম ৩০ টাকা, ফুলকপি ১৬ টাকা এবং মুলা ২০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

সবজি ক্রেতা সেলিম মিয়া বলেন, বাজারে সব ধরনের সবজির দাম গত

সপ্তাহের তুলনায় ২০ থেকে ৩০ টাকা কমেছে। এখন বাজারে প্রায় সব ধরনের সবজি পাওয়া যাচ্ছে।

আরেক ক্রেতা রকিবুল ইসলাম বলেন, গত সপ্তাহে শিম কিনেছিলেন ৯০ টাকা কেজি দরে। আজ কিনেছেন ৪০ টাকা কেজি দরে। সব ধরনের সবজির দাম অনেকটাই কমেছে। আগের তুলনায় এখন অল্প টাকায় বেশি সবজি কেনা যাচ্ছে।

তবে সবজির দাম কমায় খুশি নন খুচরা ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ী জাব্বার বলেন, প্রতি সপ্তাহেই ২০ থেকে ৩০ টাকা করে সবজির দাম কমছে। এতে তাঁদের বেচাকেনা অনেক কমে গেছে। আজ সারাদিনে মাত্র ৪০০ টাকার সবজি বিক্রি করেছেন। পাইকারি দোকানের সামনে খুচরা ব্যবসায়ীরা সবজি বিক্রি করায় তাঁদের ক্রেতা কমে যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়বে।

এদিকে মাছের বাজারেও সরবরাহ ভালো রয়েছে। বর্তমানে প্রতি কেজি রুই মাছ ৩৫০ টাকা, সিলভার কার্প ২৩০ টাকা, তেলাপিয়া ২০০ টাকা, পাঙ্গাস ২০০ টাকা, গ্লাসকার্প ৩০০ টাকা, কাতলা ৪০০ টাকা, দেশি চিংড়ি ৯৫০ টাকা, জিউল মাছ ৩০০ টাকা, কই ২০০ টাকা এবং বাটা মাছ ১৮০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

অন্যদিকে পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি রুই মাছ ৩২০ টাকা, সিলভার কার্প ১৯০ টাকা, তেলাপিয়া ১৭০ টাকা, পাঙ্গাস ১৮০ টাকা, গ্লাসকার্প ২৭০ টাকা, কাতলা ৩৫০ টাকা, দেশি চিংড়ি ৮২০ টাকা, জিউল মাছ ২৬০ টাকা, কই ১৭৫ টাকা এবং বাটা মাছ ১৬০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাছ ক্রেতা ফয়সাল আহমেদ বলেন, কয়েক মাস ধরে মাছের দাম অনেক বেশি। তবে আজ গত সপ্তাহের তুলনায় কিছুটা দাম কম মনে হচ্ছে। বাজারে সব ধরনের মাছ পাওয়া যাচ্ছে।

মাছ ব্যবসায়ী শ্রী পান কৃষ্ণ হালদার বলেন, বর্তমানে বাজারে মাছের সরবরাহ বেশ ভালো। সব ধরনের মাছ পাওয়া যাচ্ছে। গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে মাছের দাম কিছুটা কমেছে। তবে খুচরা ব্যবসায়ীদের বেচাকেনা খুবই কম। পাইকারি দোকানের সামনে খুচরা মাছ বিক্রির কারণে তাঁদের বেচাকেনা দিন দিন কমে যাচ্ছে।

এদিকে বাজারে প্রতি কেজি খাসির মাংস ১ হাজার ১০০ টাকা, গরুর মাংস ৮০০ টাকা, ছাগির মাংস ৯০০ টাকা, ব্রয়লার মুরগি ১৮০ টাকা, সোনালি

মুরগি ৩০০ টাকা, লেয়ার মুরগি ৩৮০ টাকা, দেশি মুরগি ৬৫০ টাকা, চিনাহাঁস ৪৫০ টাকা, পাতিহাঁস ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা এবং রাজহাঁস ৪৫০ থেকে ৫০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

চালের বাজারে আটাশ চাল ৫৫ টাকা ও লালস্বর্ণা চাল ৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এ ছাড়া প্রতি কেজি আটা ৫০ টাকা, মসুর ডাল ১২০ টাকা, কলাই ডাল ২০০ টাকা, মটর ডাল ৬০ টাকা, ছোলা ডাল ১১০ টাকা এবং চিনি ১১৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

সব মিলিয়ে শীতের আগমনে বাজারে সবজির সরবরাহ বাড়তে শুরু করায় দাম কমেছে অধিকাংশ সবজির। এতে সাধারণ ক্রেতাদের মধ্যে কিছুটা স্বস্তি ফিরলেও বেচাকেনা কমে যাওয়ায় দুশ্চিন্তায় রয়েছেন খুচরা ব্যবসায়ীরা।

ঝিনাইদহে শীতকালীন সবজি বাঁধাকপির বাম্পার ফলন

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হলিধানী ইউনিয়নের রতনপুর গ্রামের মাঠে উর্বর মাটি । এ মাটিতে যে ফসলই রোপণ করা হোকনা কেনো তার সর্বোচ্চ ফলন পান কৃষক। তাইতো শীতকালে আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় আগাম বাঁধাকপির বাম্পার ফলনের আশায় প্রহর গুনছেন কৃষকরা। অধিক ফলন ও লাভের আশায় দিনরাত ক্ষেত পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন চাষিরা।

সরেজমিন ঘুরে দেখা যায়, রতনপুর গ্রামের মাঠে কৃষকরা বাঁধাকপি ক্ষেত নিড়ানি ও পরিচর্যার কাজে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন।

সদর উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, এ মৌসুমে কৃষকরা টপিকসান প্লাস ও অটোম কুইন জাতের বাঁধাকপি চাষ করছেন। এদিকে চাষিরা বলছেন, কীটনাশকের দাম বৃদ্ধি, জমি চাষ, বীজ, সার, সেচ, শ্রমিক খরচসহ এবার প্রতি বিঘা জমিতে বাঁধাকপি চাষে খরচ হচ্ছে ৪০ থেকে ৪৫ হাজার টাকা। তবে চারা রোপনের প্রায় ৭০ থেকে ৭৫ দিনেই বাঁধাকপি বাজারজাত করা যায়। প্রতি পিস বাঁধাকপি ১৫ থেকে ৩০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

জানা গেছে, বর্তমানে বাজারে বিভিন্ন প্রকার শীতকালীন সবজির দাম বেশি হওয়াই বাঁধাকপির কদর বেড়েছে। বাজারে ব্যাপক চাহিদা থাকায় বিক্রি করতেও বেগ পোহাতে হচ্ছেনা চাষিদের। পাইকারী দামে জমি থেকেই এসব সবজি ক্রয় করে তা স্থানীয় বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করছেন।

সদর উপজেলার রতনপুর গ্রামের চাষি কামাল হোসেন বলেন, আগাম বাঁধাকপি চাষ লাভজনক হওয়ায় তিনি দুই বিঘা জমিতে বাঁধাকপি চাষ করছেন। বৈরী আবহাওয়ার কারণে দেরীতে হলেও অল্প দিনের মধ্যেই বাজারে বাঁধাকপি তুলতে পারবেন বলে জানান। তিনি আরও বলেন, স্থানীয়ভাবে চাহিদা মিটিয়ে পার্শ্ববর্তী জেলা মাগুরা, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় বাজারজাত করা হয়।

গোলজার হোসেন নামের একজন সফল চাষী বলেন, অধিক ফলন ও লাভের আশায় তিনি প্রতি বছরই জমিতে বাঁধাকপি চাষ করেন। কৃষি অফিসের পরামর্শে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বাঁধাকপি চাষে ঝুঁকেছেন। তবে বিগত বছরের তুলনায় এবার কীটনাশকের ডোজ দ্বিগুণ দিতে হয়েছে বলে জানান।

সবজি চাষী নয়ন মিয়া বলেন, শীতকালীন আবাদ আগাম চাষে বাজারে চাহিদা বেশী থাকায় দাম বেশি পাওয়া যায়। যে কারণে স্বল্প সময়ে সীমিত খরচে অধিক মুনাফা লাভের আশায় তিনি এবার ৪৫ শতক জমিতে বাঁধাকপি চাষ করেছেন। তবে এ বছর অত্যাধিক বৃষ্টিপাতের কারণে খরচের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানা যায়।

এ ব্যপারে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. নূর-এ-নবী বলেন, বাঁধাকপি একটি উচ্চ ফলনশীল জাতের সবজি হওয়ায় কৃষকেরা আগাম চাষাবাদে ঝুঁকেছেন। এতে তারা হয়ত ভালো লাভবান হবেন। তাছাড়া কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণে সার্বক্ষণিক ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তারা মাঠপর্যায়ে কারিগরি সহায়তা ও পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি কীটনাশকের দাম বৃদ্ধির বিবেচনায় কৃষকদের জৈব বালাইনাশক ব্যবহারের জন্য পরামর্শ ও দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও তিনি ক্ষতিকর পোকামাকড়দের আক্রমণ রোধে ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান করেন।